যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রেকর্ড পাসের নেপথ্যে

ফেল করা পরীক্ষার্থীদের ৫ থেকে ৮ নম্বর বেশি দেয়া হয়েছে

মুসতাক আহমেদ

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে ৫ থেকে ৮ নম্বর করে অতিরিক্ত দেয়ার কারণেই এবার পাসের হারে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫৬০ জন। এর মধ্যে কেবল গণিত ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ৩৩ নম্বরসহ 'ডি' গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় সোয়া ২ লাখ। উত্তীর্ণদের ৩০ ভাগেরও বেশি নিশ্চিত ফেল করা শিক্ষার্থীকে বাড়তি নম্বর দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হয়েছে। যুগান্তরের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের লিখিত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই পরীক্ষার্থীদের এভাবে নম্বর দেয়া হয়। বিষয়টিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'অসম্ভব' ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত

পরীক্ষার্থীদের : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

পরীক্ষার্থীদের : ফেল করা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে বলেন, ৫ থেকে ৮ নম্বর বাড়িয়ে দিতে বলার ঘটনা সঠিক নয়। একেবারেই অসত্য। কেননা, এমন নির্দেশনা দেয়া হলে তা চাঁপা থাকতো না। ফল প্রকাশের আগেই তা বের হয়ে যেত। তবে যদি ২/৩ নম্বরের জন্য কেউ ফেল করে, সেক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ঘটনা পাকিস্তান আমল থেকেই চলে আসছে। এটা নতুন কোন বিষয় নয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কোন ঘটনা ঘটেনি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইংরেজি ও গণিতে বাড়তি নম্বরের জন্য ফলাফলে প্রভাব শুধু সর্বনিম্ন জিপিএ-১ বা 'ডি' গ্রেডের ক্ষেত্রেই পড়েনি, সর্বোচ্চ 'এ' গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত এ বাড়তি নম্বরে লাভবান হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের এক হিসাবে দেখা যায়, যেখানে গতবছর ইংরেজিতে পাস করে মাত্র ৭৪ ভাগ ছাত্রছাত্রী, এবার সেখানে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৮৭ দশমিক ০৮ ভাগ। আর গণিতে গত বছর পাস করেছিল ৮৬ দশমিক ৯১ ভাগ, এবার সেখানে গণিতে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৮৮ দশমিক ০৩ ভাগ। ঢাকা বোর্ডেরই আরেক হিসাবে দেখা যায়, এবার ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ৩৩ পেয়ে 'ডি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৫ হাজার আর গণিতে ৩৯ হাজার শিক্ষার্থী। অথচ ঢাকা বোর্ডে এবার সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৭১ হাজার ৫২৩ জন। যার মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৬১ জন। সে হিসেবে দেখা যাচ্ছে, উত্তীর্ণদের মধ্যে শতাধিক শিক্ষার্থীই উভয় বিষয়ে কোন না কোনভাবে লাভবান হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের এক হিসাবে দেখা যায়, এবার ১৭ হাজার ১৭ জন শিক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ১৪ হাজার ৫শ' জন গণিতে 'ডি' গ্রেড পেয়েছে। আর সিলেট বোর্ডে ইংরেজিতে ১০ হাজার ৫শ' এবং গণিতে ৫ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী 'ডি' গ্রেড পেয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব শিক্ষার্থীর অনেকেরই নম্বর ৩৩ (ডি গ্রেডপ্রাপ্তরা ৩৩ থেকে ৩৯ নম্বর পেয়ে থাকে)। এ দুই বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল যথাক্রমে ১ লাখ ২ হাজার ৫০ ও ৪১ হাজার ২০৩ জন। আর পাস করেছে যথাক্রমে ৮২ হাজার ৬৯৪ জন ও ৩২ হাজার ৩৩৬ জন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য বোর্ডের ক্ষেত্রে একইভাবে নম্বর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যে কারণে অনেকেরই প্রাপ্ত জিপিএ'র উন্নয়ন ঘটেছে। নাম প্রকাশ না করে এবারেও টপ টেনে থাকা ঢাকার একটি স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক জানান, তাদের লিখিতভাবে সর্বোচ্চ ৫ আর মৌখিকভাবে ৮ নম্বর গ্রেস দিতে বলা হয়েছে। এ কারণে তারা সর্বনিম্ন ২৫ প্রাপ্ত ছাত্রদেরও ৩৩ নম্বর দিয়েছেন। ওই শিক্ষক আরও বলেন, কম নম্বর দেয়ার কারণে বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের কালো তালিকা করা হয়। এছাড়া মৌখিকভাবেও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে উদার থাকতে বলা হয়েছে। যে কারণে তারা নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে উদার হয়েছে। জানা গেছে, নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশনা খোদ বোর্ডগুলো থেকেই দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রধান পরীক্ষকদের কাছে প্রেরিত নির্দেশনার ২৪ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'কোন প্রান্তিক নম্বরধারী (২৮, ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২) খাতাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।' ঢাকা বোর্ডের গণিত বিষয়ের নির্দেশনার ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'যে সকল উত্তরপত্রের প্রাপ্ত নম্বর সর্বনিম্ন পাস নম্বরের কাছাকাছি যেমন ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২— সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে উপরের নিয়মাবলী শিথিল করে পুনরায় মূল্যায়ন করে পাস নম্বর দেয়ার চেষ্টা করবেন। একই নির্দেশনার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ২৪(খ) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন উপ-নম্বরধারী (৩৯, ৪৯, ৫৯, ৬৯, ৭৯) খাতাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।'

এই একই ধরনের নির্দেশনা ইংরেজির খাতা দেখার ক্ষেত্রেও প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ড থেকে জারিকৃত ইংরেজি প্রথম পত্রের নির্দেশনার ২০ নম্বর ধারায় দেখা যায়, 'মার্জিনাল এগ্রিগেট মার্কস রানিং আপ টু ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ শুড বি এভয়েডেড' (প্রান্তিক নম্বর ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২ হলে তা উপেক্ষা করতে হবে)। নির্দেশিকায় বিশেষ দ্রষ্টব্যসহ দু'স্থানে ৩২, ৩৯, ৪৯, ৫৯, ৬৯, ৭৯ নম্বর পুনর্বিবেচনার জন্য পুনর্নিরীক্ষণ করার নির্দেশনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সনাতনী পরীক্ষা ব্যবস্থায়ও নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এক্ষেত্রে যখন পাসের হার একেবারে অসহনীয় নিম্নপর্যায়ে ছিল, তখন কোন রাখঢাক না করে ঘোষণা দিয়ে নির্দিষ্ট নম্বর 'গ্রেস' দেয়া হতো। এক্ষেত্রে প্রান্তিক নম্বর হিসেবে ৪২ কে ৪৫, ৫৭ কে ৬০ এবং ৭৭ কে ৮০ কিংবা ৫৯৭ নম্বর পেলে ৬০০ করে প্রথম শ্রেণী, ৪৪২ পেলে ৪৫০ করে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৩৩০ পেলে ৩৩৩ করে তৃতীয় শ্রেণী দেয়ার রেওয়াজ ছিল।